লেখনীর পক্ষ থেকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী যুগলবন্দী

চোখে রাখো চোখ

লেখনী

একটি সৃজনশীল সাহিত্য উদ্যোগ

লেখনী – Lekhony

একটি সৃজনশীল সাহিত্য উদ্যোগ

চোখে রাখো চোখ

উৎসর্গঃ বিশ্বের সমস্ত প্রেমিক যুগলদেরকে

কৃতজ্ঞতাঃ শিল্পী রহমান, সুবীর কাশ্মীর পেরেরা, শান্তী প্রিয়া, আরিফ নীল, সাদা কাক, আকাশ মির্জা, অরুণ কারফা, দাদা মুহাইমিন চৌধুরী, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সহ লেখনী পরিবারের সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ও পাঠক

পরিকল্পনা ও প্রকাশনায়ঃ হাসান ইমতি

লেখনী – Lekhony

ওয়েবসাইটঃ www.lekhony.tk

ই-মেইলঃ lekhonyonline@gmail.com

একটি সৃজনশীল সাহিত্য উদ্যোগ

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/lekhony

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/lekhony

চোখে রাখো চোখ – কিছু কথা

বিশ্ব সাহিত্যের এক অমর যুগল সৃষ্টির উল্লেখ করে এই প্রকাশনার মুখবন্ধ শুরু করছি। বিশ্ব বরেণ্য ফরাসী সাহিত্যিক মির্চা এলিয়াদ (মতান্তরে মির্চা ইউক্লিড) প্রথম যৌবনে ইন্ডিয়ান লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর বাবা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ছাত্র ছিলেন, সে সময়ে একই বাড়ীতে থাকাকালীন মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে মির্চা এলিয়াদের আধো আধো প্রেম হয়, কিন্তু ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত পার্থক্যের সহ আরও কিছু কারনে তাদের এই প্রেম পরিণতির পূর্ণতা পায় না, পরবর্তী জীবনে মির্চা যখন ফরাসী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক হয়ে ওঠেন, উনি মৈত্রেয়ী দেবীকে ঘিরে তার বাল্যের এই অসমাপ্ত প্রেম নিয়ে "লা নুই বেঙ্গলী" বা "বাঙ্গালী রাত" নামে একটি বই লেখেন। পরবর্তীতে এই বইয়ের জবাবে নিজের ভূমিকা, অবস্থান, অনুভব, বাস্তবতা ব্যাখা, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজে নারীর অবস্থান তুলে ধরে মৈত্রেয়ী দেবীও "ন হন্যতে" নামে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় বইটি লেখেন। বিশ্ব সাহিত্যে এই বইদ্বয়কে একটি যুগল বলে ধরা হয়। যার একটি পড়লে আরেকটি পড়তে হয় নাহলে পড়া অপূর্ণ থেকে যায়। ব্যক্তিগত ভাবে আমার অনেক প্রিয় এই বই যুগল। আমি এই বই যুগলের ভেতর এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে প্রথমে মির্চা এলিয়াদের "লা নুই বেঙ্গলী" বইটি পড়ি এবং এটি পড়ার পরই জানতে পারি এই বই যুগল ও মৈত্রেয়ী দেবীর "ন হন্যতে" বইটির কথা। এরপর আমার ভেতর "ন হন্যতে"কে ঘিরে এক অপরিসীম কৌতুহল তৈরি হয় যা অনেক খুঁজে পেতে এক পুরনো বইয়ের দোকানে "ন হন্যতে" বইটি না পাওয়া পর্যন্ত অব্যহত থাকে। এই বইটি হাতে পাওয়ার পর তা গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করেও আমার চাহিদা নিবৃত্ত হয় না। কারন এমন বই পড়ার সুযোগ বারবার পাওয়া যায় না। পড়া শেষে মনে হয় যেন আরও একটু হলে ভালো হত। এ এমনই বই যুগল যাদের এই বই দুটি পড়া হয়নি তাদের সাহিত্য পঠন অপূর্ণ রয়ে গেছে।

এবার আসি আমাদের অনলাইন প্রকাশনা "চোখে রাখো চোখ" বিষয়ে, এটি মির্চা ও মৈত্রেয়ী দেবী মত ওরকম কোন ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে লিখিত না হলেও এটিও অনেকটা উত্তর প্রতি উত্তরের মাধ্যমে লেখা কাব্য যুগল বন্ধী, একজন শাশ্বত প্রেমিক পুরুষের অবস্থান থেকে আমি "আমি এভাবেই তাকাই" নামে একটি কবিতা বাংলা কবিতা ডট কম, কবিতা ক্লাব ডট কম ও লেখনীতে প্রকাশ করি এবং এর পরিপুরক ভুমিকায় নারীর অবস্থান থেকে এই লেখার জবাব হিসেবে বাংলা কবিতা ডট কম ও লেখনীতে দুই ভিন্ন নারী রূম্পা শিমুলের "আমি নারী এইভাবেই তাকাই" এবং শিল্পী রহমানের "নারী ও প্রেমিকা" নামে দুটি লেখা আমরা পাই। আমার এই লেখা এবং উত্তর এবং প্রতি উত্তর মূলক লেখা তিনটি নিয়ে আমাদের লেখনী অনলাইন প্রকাশনা থেকে দ্বিতীয় বই হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে "চোখে রাখো চোখ" নামে এই ব্যতিক্রমধর্মী যুগলবন্ধী।

নারী সত্ত্বা বহুমাত্রিক, একই নারীর ভেতর আছে কন্যা, জায়া, জননী, ভগ্নী এই চারটি প্রধান রুপ। এর ভেতর শুধু নারীর চিরন্তন প্রেমিকা রূপটিকে নিয়ে "আমি এভাবেই তাকাই" নামে লেখাটি। আমার লেখাটির প্রেক্ষাপট ছিল অনন্ত প্রেমিক পুরুষ ও শাশ্বত নারীর প্রেমিকা রুপের চোখ মিলনের ভেতর দিয়ে মন মিলন, যা একটি পারস্পরিক ব্যপার, যা চোখে থেকে শুরু হয়ে পৌঁছে যায় মনের গভীরে, এটি সামগ্রিক নারী পুরুষের সম্পর্কের কোন ব্যাপার নয়, পুরুষের প্রেমের এই রুপ সব নারীর জন্য নয়, সেটা আমার লেখায়ও উল্লেখ আছে। কেউ কেউ হয়তো এটিকে লালসা বা কাম ভেবে ভুল করতে পারেন, এটি তা নয়, এটি পৌরুষ, এটি পুরুষের প্রেমিক রুপের সাবলীল প্রকাশ, এটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের উপরে উঠে সামগ্রিকভাবে এক শাশ্বত প্রেমিকের আহ্বান এক অনন্ত নারীর কাছে, তাই প্রেমিক পুরুষ কুণ্ঠিত বা দ্বিধান্বিত নয় এই প্রকাশে। অনন্ত প্রেমিক পুরুষের এই ডাকে সাড়া দিয়ে শাশ্বত নারীর অবস্থান থেকে যার যার নিজের মত করে জবাব দিয়েছেন রূম্পা শিমুল ও শিল্পী রহমান। তাই আশা করি সবার কাছে উপভোগ্য হবে এই কবিতার যুগলবন্দী। মুদ্রণ বা অন্য কোন ক্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান রইল। সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা।

উত্তরা, ঢাকা, বাংলাদেশ **হাসান ইমতি**

০৭ মার্চ, ২০১৪ ইং

লেখনী

একটি সৃজনশীল সাহিত্য উদ্যোগ

যে লেখাগুলো স্থান পেল চোখে রাখো চোখ প্রকাশনায়

আমি এভাবেই তাকাই – হাসান ইমতি

আমি নারী এইভাবেই তাকাই – রূম্পা শিমুল

নারী ও প্রেমিকা – শিল্পী রহমান

শাশ্বত প্রেমিক পুরুষের অবস্থান থেকে প্রেমিক ও প্রেমিকার চারচোখের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে মন মিলনের অকপটে তুলে ধরে প্রেমিক পুরুষের অবস্থান থেকে আমার লেখা "আমি এভাবেই তাকাই" কবিতাটি ২৭/০২/২০১৪ ইং তারিখে বাংলা কবিতা ডট কম, তারপর কবিতা ক্লাব ডট কম ও আমাদের ফেসবুক গ্রুপ লেখনীতে প্রকাশিত হয় এবং এটি কবিতা ক্লাব ডট কমের দিনের সেরা পছন্দ বা Choice of the Day হিসেবেও নির্বাচিত হয় ।

আমি এভাবেই তাকাই

- হাসান ইমতি

আমি পুরুষ, আমি এভাবেই তাকাই,
যেভাবে পুরুষ তার প্রিয় নারীর দিকে তাকায়,
যেভাবে পুরুষ তার নারীর চোখে চোখ রাখে,
যেভাবে একজন পুরুষ শুধু চোখের ভেতর
দিয়েই একজন নারীর হৃদয়রাজ্য জিতে নেয়,
এ লালসা নয়, শুধুমাত্র কাম নয়, এ অনন্ত পৌরুষ,
একজন পুরুষ তোমার দিকে তাকিয়েছে নারী,
একজন পুরুষ তোমার চোখের গভীরে চোখ রেখেছে,
একজন পুরুষ চোখ দিয়ে তোমার হৃদয় ছুঁয়েছে,
তোমার যদি নতুন পথে চলতে নিষেধের বারন থাকে,
কোন পূর্ব প্রতিজ্ঞার শেকলে বাধা থাকে নিয়তির সীমানা,
যদি তুমি অনন্ত অসীমে অকারন অবিশ্বাস রেখে থাকো
যদি পুরুষের ভালোবাসাকে কেবল বহু যত্নে সাজানো
বাগানের মত পরিপাটি সুন্দরের উৎস বলে ভেবে থাকো,
যদি কামাতুর প্রেমিক চোখের দংশন সইতে না পারো
তবে তোমার নাজুক ও চোখ তুমি ফিরিয়ে নিও নারী,
জেনে রেখো এই অদম্য পৌরুষ তোমার জন্য নয়,
আমি পুরুষ, আমার প্রেমময় চোখের তারায় নারীর
জন্য আছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির দুর্নিবার লেলিহান ।

আমি পুরুষ, আমি এভাবেই তাকাই,
যেভাবে একজন পুরুষ তার নারীর দিকে তাকায়,
যেভাবে সাজানো সভ্যতার কৃত্রিম খোলস ফেলে হৃদয়ের
অকৃত্রিম আহবানে চোখে চোখ মিলে একাকার হয়ে যায়,
যেভাবে চোখে চোখে নির্বাক সব কথা বলা হয়ে যায়,
যেভাবে চোখে চোখে ভালোবাসাবাসির জোয়ার আসে,

সেভাবে একজন পুরুষ তোমার দিকে তাকিয়েছে নারী,
একজন পুরুষ তোমার হৃদয় দুয়ারে কড়া নাড়া দিয়েছে,
যদি তোমার মনে না থাকে উড়াল আকাশের বিশালতা,
যদি দুর্গম যাত্রা শুরুর আগেই তোমার গন্তব্য এসে পড়ে,
যদি বিপুল সাগরের সুনীল গহীনতা মাপার মত দীর্ঘ
কোন গজফিতার সন্ধান তোমার একান্তই জানা না থাকে,
যদি তুমি সাদা চোখ মেলে দেখা দিগন্তকেই শেষ
পরিনতির সীমানা বলে মেনে নিতে শিখে গিয়ে থাকো,
তবে তুমি তোমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ করে রেখ নারী,
জেনো এই অনন্ত পুরুষের কাঙ্ক্ষিত আরাধ্য ভুমি নয়
তোমার বিষয় ভাবনায় নিমিজ্জিত পরিপাটি হৃদয়পট,
জেনো এ নিঃসীম মৈথুনের আহ্বান তোমার জন্য নয় নারী,
চেনা পথ ধরে তুমি ফিরে যাও তোমার চেনা ঠিকানায়,
তুমি ভালো থেক নারী তোমার একুরিয়াম বন্দি রঙিন মাছের
ঝাঁক এবং পোষা পাশ বালিশের আলিঙ্গনের উত্তাপে,
আর সত্যিই যদি হয়ে থাকো পুরুষ কল্পনার সেই অনন্ত নারী
সত্যিই যদি হয়ে থাকো চিরন্তন প্রেমিকের শাশ্বত প্রেমিকা,
তবে দৃপ্ত সাহসে তোমার চোখে রাখো এই পুরুষের চোখে,
অনন্ত ভরসায় তুমি চোখ রাখো এই প্রেমিকের চোখে,
যেভাবে একজন নারী একজন পুরুষের দিকে তাকায়,
যেভাবে একজন নারী একজন পুরুষের চোখে চোখ রাখে ।

একজন নারীর অবস্থান থেকে আমার উপরের "আমি এভাবেই তাকাই" কবিতাটির উত্তরে নারীর সামগ্রিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রতিউত্তর মূলক রূম্পা শিমুলের আমি নারী এই ভাবেই তাকাই কবিতাটি ২৮- ০২- ২০১৪ ইং তারিখে বাংলা কবিতা ডট কম এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপ লেখনীতে প্রকাশিত হয় । এটি ব্যক্তি সম্পর্কের বাইরে এসে একজন নারীর অবস্থান থেকে লেখা একটি কবিতা যা নারীত্বের সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটে এক ব্যক্তি নারীর ভাবনা । আমার লেখাটি ছিল নারীর বহুমাত্রিক রুপের ভেতর শুধু প্রেমিকা রূপটিকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা, তার প্রতি উত্তরে রূম্পা শিমুল নারীর সামগ্রিক রূপটিকে সামনে নিয়ে আসে, ফলে তার লেখায় পন্য, ভোগ, লোভ, নোংরা চোখ এই জাতীয় কিছু শব্দ আসে যা আমার মতে শুধু প্রেমিক প্রেমিকার অবস্থান থেকে ভাবলে হয়তো নাও আসতে পারত । ভাবনার ভিন্নতা থাকতেই পারে তাই সেই বিষয়ে সবারই স্বাধীনতা আছে তাই এটি সামগ্রিক পাঠক ভাবনার বিষয় হয়েই না হয় থাকুক। নিচে রূম্পা শিমুলের লেখা "আমি নারী এইভাবেই তাকাই" কবিতাটি তুলে দেয়া হল ।

আমি নারী এইভাবেই তাকাই

- রুম্পা শিমুল

কবি বন্ধুরা, আমার আজকের লেখা কবিতাটি আমাদের আসরের সবার প্রিয় কবি হাসান ইমতি ভাই এঁর গতকালের লেখা "আমি এভাবেই তাকাই" কবিতার বিপরীতে লিখার চেষ্টা করেছি মাত্র,তিনি পুরুষ কে নিয়ে লিখেছেন আমি নারী কে ডেকে এনেছি । ভালো মন্দ আপনাদের হাতে ন্যস্ত রইলো,কে কত টুকু পারলো ব্যাখ্যায় আসলে অনেক ভালো লাগবে জানতে পারবো,জানাতে পারবেন অকাতরে।

আমি নারী,এইভাবেই তাকাই, নিষ্পাপ ইশারায়
আমি পৃথিবীর বুকে আলোর বাগিচা সাজায় যদি ও রূপের ঝলকে
রাজনন্দিনীর ঠোঁটের পাটি,টলমল করছে ভোরের ক্লান্ত শিশিরের মত
তথাপি নিজেকে সংবরণ করি,বর্বর চুম্বন এর করাল গ্রাস থেকে ।
হে পুরুষ তুমি শান্ত হও,এমন করে দেখো না,পাপ মোচন বড়ই কঠিন
বিধাতা এমন কাবিলিয়াত তোমায় দেন নি যে নারী কে ভাববে তুমি,
ভোগের পণ্য, সু-স্বাধু ফল,কিংবা হৃদয়ঙ্গম মনরঞ্জনের সামগ্রী।
নারীর সুপ্ত আগ্নেয়গিরির দুর্নিবার লেলিহান শিখায় নিজেকে জ্বালিও না
আমি নারী,অধর নিঙাড়ি উথলিল বুকে,মধু ছিটানো,ক্লান্ত ভোরের শশী
আমি সেই ভাবেই তাকাই নিষ্পাপ ইশারায়,অমন নোংরা চোখে আমায় দেখো না।

আমি নারী,এইভাবেই তাকাই, নিষ্পাপ ইশারায়
বুকের আঁচলে স্নেহের পরশে,মধুর শ্যামল,সুনীল,সিন্ধু তীরে ভাসাতে তরীর মত
দখিন সমীরন দোল খেলে যায় মনে,গন্ধ সুনির্মল উষ্ণ মৈত্রীর মত অটুট থাকতে
নারী দেয় মান,নারী দেয় প্রাণ,সুখের নিশিতে দীপ্ত হৃদয়ে ভরি অসীম ভালোবাসায়,

চুমিল পুরুষ অধর কাঁপানো ঘামে কম্পিত দেহ ভাসালো স্বর্ণ তরী মনের মোহনায় ।
নারী অবলা অবুঝ সুখবিলাসী,যৌবন তাপে মনে আনে যে জন ভুল করে ও
গর্জনগানে কাঁদবে তার জননী, হুহু হুংকারি অভিশাপে দগ্ধ সে মন অঝরে ।
বিধাতা আমায় অনেক কিছুই দিয়েছেন,এইটা নারীর অহংকার
এতো লোভ কিসের তোমাদের সে সব দেখে ?
ঘুম পরীরা ঘুমের রাজ্যে নির্দয় আঁখির দর্পে,বিদ্রূপ করে মরে নিরন্তর তবু ও নারী
পতি সেবা,সন্তান সেবা,পরিবার ,পরিজন তাঁদের অতুষ্ট না রাখার প্রয়াস।

লেখনী
একটি সৃজনশীল সাহিত্য উদ্যোগ

“আমি এভাবেই তাকাই” অনন্ত পৌরুষের এই অকপট আহ্বানের জবাবে শাশ্বত প্রেমিকার অবস্থান থেকে নারীর উত্তর তুলে ধরে বাংলা কবিতা ডট কম ও লেখনীতে আমরা শিল্পী রহমানের লেখা “নারী ও প্রেমিকা” নামে আরেকটি কবিতা পাই, এখানে নারী শাশ্বত পুরুষের পরিপূরক একজন অনন্ত প্রেমিকা । নারী থেকে প্রেমিকা রুপ উত্তীর্ণ হতে গিয়ে তার নারীর আজন্ম লালিত সংস্কার ও প্রেমিকা রুপের ভেতর যে অন্তঃদন্ধ, পুরুষের কাছে যে বিশ্বাসজনিত চাওয়া তার অনুরণনও এসেছে এই লেখাটিতে । শিল্পী রহমানের “নারী ও প্রেমিকা” কবিতাটি নিচে তুলে দেয়া হল ।

নারী এবং প্রেমিকা

- শিল্পী রহমান

এই কবিতাটি লিখেছি হাসান ইমতির " আমি এভাবেই তাকাই" কবিতা পড়ে অনুপ্রানিত হয়ে। এখানে প্রেমিকার পাশে সেই নারীকে টেনে আনা হয়েছে যেই নারীকে হাসান ইমতি সিদ্ধান্ত নিতে বলেছ , নারীর একটা সত্যিকারের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছে ইমতি খুব সুন্দর করে ... আমিও সেই সত্যকেই এখানে analysis করেছি । এই ধরনের psychological dilemma গুলোতে আমার অনেক interest আছে.

আমি নারী, আমি ওভাবেই তাকাই
যেভাবে নারী তাকায় তার প্রিয় পুরুষের দিকে ।
যেভাবে একজন সম্পুর্ন নারী চোখ রাখে কোন পুরুষের চোখে, সেভাবে।
কিন্তু নারী যখন হয়ে ওঠে প্রেমিকা
দৃষ্টি তখন লজ্জায় আনত, ভালোলাগা লুকোবার চেষ্টা ব্যার্থ বার বার
যে ব্যার্থতা নিমিষেই বুঝে নেয় পুরুষের দক্ষ্য চোখ আবার।

নিষেধের কথা বলছো ?
নিয়মের বেড়ী পরে চলেছে হৃদয় কবে বলো?
নারী কখন প্রেমিকা হয় তা সে নিজেও জানে না।
নাজুক চোখ তার ফিরিয়ে নিতে চায় বার বার
নারীর ভেতর থেকে প্রেমিকা গুমরে উঠে এক অজানা আকুলতায়।

প্রতিজ্ঞা তো অনেকের কাছেই -
কাছের মানুষের কাছে ।
জীবনের হিসেব বুঝিয়ে দিতে হয় সমাজের কাছেও।
তারচেয়েও বড় হিসেব নিজের কাছে ।
নিজের শেকলে বাঁধা জীবন বড্ড বেশি অসহায়।

আমার যত্নে সাজানো বাগান
সে তো আমারই ছোঁয়ায় নিত্য ফোঁটায় ফুল।
যা আমার সাজানো
তা এলোমেলো করি এমন শক্তি কোথায় ?

প্রেমিকা যদি হয়ে যায় নারী
শত বন্ধন জড়িয়ে ধরে তারে আস্টেপৃষ্ঠে
এও হৃদয়েরই এক নিষ্ঠুর পরিহাস ।
তোমার চোখের দংশনে ক্ষত বিক্ষত এ হৃদয়
নিঙরে নিতে চায় সবটুকু শক্তি আমার
তোমার দৃষ্টির আগ্নেয়গিরির লেলিহানে পুড়ে যেতে চায় এ উত্তপ্ত হৃদয় ।

আমি যখন নিতান্তই নারী
তোমার কামুক চোখের ভাষা অর্থহীন বলে মনে হয় ।
প্রেমিকা শুধু জানে অর্থ খুঁজে নিতে তার।
যদিও সে হেরে যায়
নারীর সুকঠিন অন্তরশাসনে বার বার।

কোন পুরুষ চোখ ভালোবাসার কথা বলে
কামুক চাহনির আড়ালে তার?
কিসের ভরসায় চোখ রাখবো তোমার চোখে
তুমিও কি বাধবে না কোন বাঁধনে আমায় ?
প্রেমিক তুমি, বেড়িয়ে আসো তবে পুরুষের খোলস থেকে এবার ।
বীর দর্পে প্রেমিক হয়ে দাঁড়াও দেখি একবার
আমি হবো তখন বন্ধনহীন প্রেমিকা তোমার ।
পুড়িয়ে দাও তোমার কামুক চোখের লেলিহানে আমায়।

"চোখে রাখো চোখ" সংকলনের মাধ্যমে উত্তর ও প্রতিউত্তরের লেখাগুলোকে একসাথে সিরিজ আকারে পাশাপাশি তুলে আনার প্রয়াস ছিল মূলত চোখে চোখ রাখা থেকে উদ্ভূত ভালোবাসার মত একটি মৌলিক মানবিক অনুভবের উপর নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অবস্থান ও ভাবনা তুলে ধরা। এটি হয়তো শেষ কথা নয়, শুরুও নয়, এ এক চলমান মানবিক প্রক্রিয়া । এই সংকলনে তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি নারী ও পুরুষের অবস্থান থেকে এই ভাবনার উপর আলোক পাত করাই ছিল এই প্রকাশনার মুল উদ্দেশ্য । এই বিষয়ে পাঠকেরও নিজস্ব অবস্থান ও ভাবনা থাকা স্বাভাবিক, আমরা সেই ভাবনাটাকেই নাহয় একটু উস্কে দিলাম।

--- ধন্যবাদ ---